Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/94	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	?
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	?
Author/ Editor:	?	Size:	11.5x18.5 cm
		Condition:	Brittle
Title:	Fotonababi	Remarks:	Ballad

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।

কোতোনবাবি।

…ত্তি।
…বাবচাঁদ।
…াদশামোহন।
…াজাভুক ভট্টাচার্য্য।
…াদশামোহনের পিতা।

স্ত্রীলোক।
সরলা বাদশামোহনের মাতা।
যুবতী এক জন গ্রামস্থ স্ত্রীলোক।
বেশ্যা।

চৌকিদার সারজন ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

কলিকাতা সহরে বাদশামোহনের বাঁসাবাটী প্রবেশ বাদশামোহন, নবাবচাঁদ, সমাগত।

…াদ। বন্ধু ভাল আছোত্তো, অনেক দিন সাক্ষাৎ হয় নাই, এত কৃশ যে।

…বাব। আর ভাই, কোন উপায় কত্তে পাচ্ছিনে।

আসিয়াছে শীতকাল, এ যে নির্ধনির কাল,
কত্ত আর যন্ত্রণা সহিব।
হিমবান ধরি হাতে, শিশিরাদি সৈন্য সাতে,
এক ঘায়ে প্রাণেত্তে মরিব ॥
শাল পটু নাই কাছে, কিসে আর প্রাণ বাঁচে,
মোজা বিনা কত্ত দিন যাবে।
বিনে বনাত্তের জামা, কষ্টের নাহিক সীমা,
ভাবি এই ভাত্বর অভাবে ॥

বাহিরে নবাবি আছে, টাকা কড়ি নাই কাছে,
উড়ানি পরিয়া কোথা যাই।
পিরাণ সম্বল মাত্র, শীতে কাঁপে সর্ব্ব গাত্র,
চিনেকোট পড়িয়া বেড়াই ॥

বাদ। আমিও তাই ভাব্‌ছিলাম ভাই, কি উপায় করা যায় বল দেখি।

নবাব। কিছুই ভেবে পাইনি, একটা রকম ভাব্‌চি শীত চার মাস দেশে চলে যাই।

বাদ। দেশে গিয়ে কি কর্‌বে।
এমন নচ্ছার দেশ নাহি দেখি আর।
ব্রাণ্ডি রেণ্ডি নাহি তথা সকলি অসার ॥
কিবা চমৎকার হয় বাসুন্দের গুণ।
লাঙ্গল ধরিতে তারা বড়ই নিপুন ॥
বেড়ি কাটা চুল রাখে লম্বা শীখা তায়।
গলায় কাঠের মালা কিবা শোভা পায় ॥
হেঁটের উপরে পড়ে কাপড় কুচ্ছিত।
চারি দিক গন্ধ ছোটে হয় আমোদিত ॥
পাদুকা অভাবে ভরা চরণেতে ক্ষত।
পিরান পরিলে হয় গ্রামেতে অখ্যাত ॥
নিশাপতি না যাইতে আপনার স্থান।
স্নান দান সারি সবে খান জলপান ॥
ছিলিম তামাক দুই কাঁনেতে গুঁজিয়া।
হুঁকা হাতে করি যান সুখেতে মজিয়া ॥
উপনিত হন গিয়ে তৃপান্তর মাঠে।
পিপাশিত হলে জল খান গিয়া ঘাটে ॥
সন্ধ্যা হলে ঘরে এসে উদর পোরেন।
কুরূপা রমণী সঙ্গে রসেতে মজেন ॥
ধিক ধিক শত ধিক এমত জীবন।
বাবুয়ানা না করিলে ভাল যে মরণ ॥

নবাব। তা যথার্থ বটে, কিন্তু কি করি, কোথায় যাই, হেথা

থাকিলে আর মান বাঁচেনা, সকলেই শাল জামেয়ার গায়ে দায়, আমাদের কেবল চাদর।

বাদ। আর কোন উপায় নাই, আমার দেশে যেতে মনে লাগেনা, হাতে কিছুই নাই; মুখুজ্জের ছেলের বেতে রেঁদে রুঁদে যা পেয়েছিলাম সকলি খরচ হয়েছে, সকলেই জানে আমরা হেথায় দাওয়ানি কচ্চি, কিছু না নে গেলে ভাল হয় না।
পিতা মাতা সদা গান, দেশান্তরেতে সন্তান,
ছুটি পেলে ঘরেতে আসিবে।
টাকা কড়ি অগণন, করিয়াছে উপার্জ্জন,
পেলে সব যাতনা ঘুচিবে ॥

নবাব। এ পাগলামি, তারা পাড়াগেঁয়ে লোক, বাহিরে ফিট ফাট দেখ্‌লেই ভুলে যাবে, হাতে কার কি আছে, কে দেখ্‌তে আসে।

বাদ। তোমার ঠেই কিছু আছে।

নবাব। থাক্‌বে না ক্যান, গুটি দশেক টাকা আছে।

বাদ। তাতে কি কর্‌বে বল দেখি।

নবাব। আমার মানস, খানকত গিল্‌টি করা গহনা কিন্‌বো, আর একখানা ঝুটো জরির শাড়ি, তা হলে সকলে আশ্চর্য্য হয়ে ধন্য ধন্য কর্‌বে।

বাদ। ওহে তোমার তো এক রকম হয়েচে, এখন আমার কি?

নবাব। তুমি এক কায কত্তে পার, কাল্‌কে সরকারদের বাড়িতে বে যোড়া কতক যুতা চক্ষুদান কত্তে পাল্লেই, চলবার ভাবনা কি?

বাদ। এর আশ্চর্য্য কি, কতক্ষণের কথা।
এ কোন অদ্ভুত কর্ম্ম বলিছ আমারে।
আমার মতন ইহা কার সাধ্য পারে ॥
বিবাহ শ্রাদ্ধের সভা যদি আমি যাই।
ক্ষণ মাত্রে এক বোঝা অমনি জড়াই ॥
মনুষ্য আইলে পরে করি দৃষ্টিপাত।
কাহার কেমন পায়ে কিসে লাগে হাত ॥

এ নামও লেদারের করিলে দর্শন।
পরম হরিষ হই কে করে বর্ণন॥
মনে সদা করি আমি বসে কতক্ষণ।
বসিলে আমার হয় কে করে বারণ॥
যদি পাই রকলশ চাঁদির দেখিতে।
সর্ব্ব অগ্রে চেষ্টা পাই তাহারে লইতে॥
হাপবুট হনটিন পাইলে হেরিতে।
কিছু দেরি নাহি করি চক্ষুদান দিতে॥
অশেষ গুণের গুনি সদা আমি হই।
আক্ষেপ আমার এই বিদ্যাবান নই॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম অভিনয়।

আজ্ঞাভুক ভট্টাচার্য্যের বাটী।

সরলা উপবেশন, আজ্ঞাভুক হস্তে পত্র লইয়া প্রবেশ।

আজ্ঞাভুক। ব্রাহ্মণী, কি দেখ দেখি (পত্র দেখাইয়া।)

সরলা। কিও।

আজ্ঞা। তোমার বাদশামোহন পত্র লিখেচে, দু তিন দিন মধ্যে জামতাকে সঙ্গে করে আস্‌বে, কাজে ছুটি পেয়েছে।

সরলা। মনের পুরিবে সাদ, আসিবে কুলের চাঁদ,
গগণের চাঁদ হাতে পাব।
কবে দিন দিবে বিধি, হেরিব সে গুণনিধি,
মনাগুন তাহাতে জুড়াব॥
সব দুঃখ হবে নষ্ট, না থাকিবে কোন কষ্ট,
সদা হৃষ্ট হইয়া থাকিব।
টাকা কড়ি যা আনিবে, সকলি আমায় দিবে,
মান্য পূজ্য হইয়া রহিব॥
প্রাণনাথ কি শোনালে।

আজ্ঞা। ঘরদোর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কর, তারা ময়লা দেখ্‌তে পারে না।

দ্বিতীয় অভিনয়।

আজ্ঞাভুক ভট্টাচার্য্য উপবেশন।

বাদশামোহন আর নবাবচাঁদের প্রবেশ।

বাদ। পিতঃ প্রণাম হই। } উভয়ে প্রণিপাত।
নবাব। মহাশয় অবধান। }

আজ্ঞা। কে ও বাবা সব এসেচ এস এস ও ব্রাহ্মণী আয় আয় কারা এসেছে দেখ্‌বি আয়।

নবাব প্রস্থান।

সরলা। হেরিয়া ও চাঁদমুখ, দূরে গেল সব দুঃখ, সদয় হইল সুখ,
কত হর্ষ হতেছে।
কিবা নাশিকার শোভা, নয়নের কিবা আভা, লাবণ্যের কত প্রভা,
শোভাকর হয়েছে॥
গিয়াছিল দেশান্তর, করিয়া যে মনান্তর, আসিবে যে কালান্তর,
কভু মনে ছিল না।
করিয়া চাকরী কত, আনিয়াছে অগণত, জহরাদি নানামত,
শিকে বাঁকে ধরে না॥
আমি মাতা তার ধন্যা, পতি পুত্রে হব মান্যা, সকলের অগ্রগণ্যা,
হইয়া যে রহিব।
টাকা কড়ি যা এসেছে, সকলি আনিব কাছে, কার সাধ্য লয় পাছে,
ঝাঁটা দিয়ে মারিব॥
আজ কি সুপ্রভাত বাবার মুখ দেখে আহ্লাদে আটখানা হলুম।

সরলার প্রবেশ।

বাদ। মা প্রণাম হই আশীর্ব্বাদ কর।

প্রণিপাত।

সরলা। এস এস বাছা এস বাছা এস চিরজিবী হও, রাজা হও, হাপুতির ধন এত দিন কোথায় ছিলি, আহা হা বাছা কাহিল হয়েছ আমার মরণ নাই, কোথায় থাক্‌তো কি খেতো।

বাদ। মা কলকাতায় চাকরি হয়েছে, মিচে সাহেবের দাওয়ান

হয়েচি, একটু ফুর্‌শোত পাইনি যে বাড়িতে খবর লিখি
(গাঁটরী আনিয়া) দেখ কত জিনিস এনেছি, কত
জন্যে বনাত এনেচি, তোমার জন্যে বোর জন্যে গহণ
এনেচি।

আজা। কল্‌কাতায় গিয়া ভারি চাক্‌রি কচ্ছে তার সন্দেহ নাই
আমার দুঃখ বুঝি শেষে হলো (প্রকাশ) ব্রাহ্মনী লোকে
সন্তানের কামনা এই জন্যেতেই করে, পুরুষ হয়ে যদি
বসে থাক্‌লে কি হবে, বেরুলেই উপার্জ্জন হয়।

সরলা। এস এস কন্যাগণ সবে ত্বরা করি।
আনিয়াছে কিবা সব আহা মরি মরি ॥
জাগ্রতে দেখেছি কিম্বা আছি যে শয়নে।
নিরূপণ নাহি পারি করিতে এক্ষণে ॥
কার মনে ছিল সই হইবে এমন।
হতভাগা কপালেতে সুখ অগণন ॥
বাল্যকালে পিতৃগৃহে ছিলাম যখন।
সকলে বলিত সুখি হবে এইজন ॥
ধন্য ধন্য বিধতায় দেছে এ সন্তান।
যাহার গুণেতে পাব সর্ব্বত্রে সম্মান ॥
কিবা অপরূপ সব এনেছে গহনা।
ছোট বড় সকলের নাহিক তুলনা ॥
সোণার গহনা মাত্র ছিল কাণে শোনা।
পরিব আনন্দে গাত্রে ছিল না বাসনা ॥
ধন্য পুত্র ধন্য গর্ব্ভে করেছি ধারণ।
সোণা পোরে বাকি কাল করিব যাপন ॥
দেখি বাবা ওখানা কি ? (বনাত তুলিয়া

বাদ। এখানা বনাত, বাবার জন্যে এনেছি।

সরলা বনাত কি ?

বাদ। (হাস্য করিয়া সগত) পাড়াগেঁয়ে লোকের মুখে আ
প্রকাশ বনাত জাননা এ পসমেতে তোয়ের হয়, বিল
থেকে সাহেব লোক আম্‌দানি করে, এর ঢের দ

সরলা। এটি গহনা দেখ্‌ছি, কোথায় পরে (হার তুলিয়া)

বাদঃ। একে হার বলে, গলায় পরে, পরদেখি।

সরলা। না না বৌমা কে দেব।
সে যে নবীন যুবতী, ষোড়শী লাবন্যবতী, পতিব্রতা সাধ্যে সতী,
তারে দিলে সাজিবে।
আমি বুড়া দন্তহীন, বয়সেতে তনু ক্ষীণ, রূপ লাবন্য মলিন,
শোভা নাহি করিবে ॥
ইটি কি। (চৌদানি লইয়া।

বাদ। একে চৌদানি বলে, এ কাণে পরে।

সরলা। ধন্য ধন্য ধন্য যে ইহার কারিগর।
কিবা অপরূপ কর্ম্ম করেছে উপর ॥
মর্ম্ম বুঝে দেখি যদি হয় অনুভব।
বিশ্বকর্ম্মা নিজে বুঝি করিয়াছে সব ॥
ইটি বাঁকান বালা। (বালা লইয়া)

বাদ। একে যোড়েন বালা বলে, কোল্‌কাতায় সব বড় মানুষের
মাগেতে পরে।

সরলা। (সগত) যে বালা পরিলে হাতে জড়ানীয় বালা।
বিচ্ছেদ সাগরে তরে নাহি কাম জ্বালা ॥
(প্রকাশ) এখানা জরীর কাপড়।

বাদ। হাঁ, কোলকাতায় এখন এই ফেশান হয়েছে।

সরলা। (সগত) কি শোভা করেছে জরি কাপড় উপরে।
চন্দ্রমা ঘিরেছে যেন নীল জলধরে ॥
বিদ্যুৎ বরণী ধনী পরিলে এ বাস।
মজায় ধাতার সৃষ্টি করে সর্ম্মনাশ ॥
আক্ষেপ হতেছে মোর বয়স গিয়াছে।
নহিলে কাহার সাধ্য লবে মোর কাছে ॥
(প্রকাশ) বাবা সকলি বেশ হয়েছে, জিনিস পত্র দে খ চোকের
বালাই দূর হোলো, বেঁচে থাক, হবেনা কেন, বৌমা এসব
নিয়ে যাও, তোমার কাছে রাখোগে, আজ বৈকালে সব
পোরিয়ে টোরিয়ে পাড়ায় পাড়ায় দেখিয়ে আনিবো এখন,

যাইগে ব্যালা ঢের হোলো বাছাদের খাবার উয্যুগ করিগে।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

স্ত্রীলোকদিগের জল সরিবার ঘাট।

প্রবেশ। নবাবচাঁদ আর বাদশামোহন।

বাদ। ভাই জ্বালাতন হয়েছি।

নবাব। তার কথা বল্‌ব কি, সকল বেটাই অরসিক, একটা ঠাট্টা কল্যেই বিষম হয়।

বাদ। সুদু সেদিগে নয় হে, টাকা টাকা বই আর মুখে কথা নেই, এখান থেকে পালাবার উপায় কর।

নবাব। তার বিষয় ভাব্‌তে হবে না, শীত ফুরিয়েছে দু চার দিন মধ্যে কলকাতায় যাব।

এসেছে বলন্তকাল, বিরোহির পক্ষে কাল,
সংযোগির প্রাণ তুল্য ধন।
মলয়ার সমীরণে, আশোয়ার হর্ষ মনে,
লয়ে সৈন্য সামন্ত ভীষন॥
কোকিল করিছে গান, মধুলোভে অলিগণ,
গুণ গুণ করিয়া বেড়ায়।
ময়ূর ময়ূরীগণ, হংশ হংশী অগনন,
সুখে কেলি করিয়া বেড়ায়॥
কিবা উদ্যানের শোভা, যেন স্বর্গ মন লোভা,
পুষ্প সব হয়ে বিকসিত।
মলয়ার সমীরণ, চারি দিগে প্রভঞ্জন,
গন্ধ বহে গন্ধে আমোদিত॥

(নাগরীয় এক জন যুবতীর প্রবেশ।)

বাদ। ভাই দ্যাখ দ্যাখ।

নাবব। বয়েস কম বটে, রকমে বোধ হয় কাযের লোক, দুটো কথা কওয়া য়াগ, ওগো জল নাড় ক্যান, আমরা আন্নিক করবো।

যুবতী। জল নাড়লে আন্নিকের প্রতিবন্ধক কি?

নবাব। বলি তা নয়, লোকে বলে স্ত্রীলোকে জল নেড়ে না কি করে।

বাদ। কোথায় কিচু নেই, আগে ভাগেই জল।

যুবতি। আমি অত বুঝিনি, সে আবার কেমন।

(ইশৎ হাঁসিয়া।)

বাদ। তা বোঝোনা, বড় সুখোদায়ক।

সে বড় বিষম কায, কত মজা তার মাঝ,
কৈতে নারি আমি নরাধম।
যদি দাও অনুমতি, কৃপা করে ও যুবতী,
দেখাই করিয়া যে নিয়ম॥

যুবতী। আমি তোমাদের কথা জানি টানি না, পথ ছাড় শাশুড়ি রাগ কর্‌বে।

সরলা স্বভার আমি হই নারী জাতি।
পথ ছাড় দেখে লোকে করিবে অখ্যাতি॥
শাশুড়ি বাঘিনী ঘরে আছে যে বসিয়া।
ননদী নাগিনী কটু কহিবে রুষিয়া॥
পতি মোর লোকান্তর করেছে গমন।
অনঙ্গ আমারে সদা করে জ্বালাতন॥
না জানি কেমন সে যে কিবা রূপ ধরে।
বধয়ে বিরহীগণে মারি পঞ্চশরে॥
নির্দয় নিষ্ঠুর অতি নাহি দয়া লেশ।
অবলা বধিতে হয় কৃতান্ত বিশেষ॥
কেবল নহেন তিনি সকলে সমান।
স্ত্রীলোকের পক্ষে কেহ নহে যত্নবান॥
ভূপতি দেশের জিনি জাতিতে যবন।
শাস্ত্রের বচন তাঁরা না করে লংঘন॥
যদি বা করিল ধারা কিছু ভাল বটে।
স্বেচ্ছায় রাখিল তারা বুদ্ধি নাই ঘটে॥

বাধিত করিলে পরে হইত কেমন।
বিধবা অবলা নহে হতো জ্বালাতন ॥
বিধবা জলধি হয় অত্যন্ত গভির।
বাস করে তার মাঝে হাঙ্গর কুমির ॥
বড়খর তব শ্রোত কি করি বর্ণন।
মোনাগুণ মোহাবাত বহে সর্ব্বক্ষণ ॥
লয়ে ভয় তরী পরাশরের বচন।
একাকি ঈশ্বর পার হইবে কেমন ॥
ধন্য বিদ্যা ধন্য পাঠ তবু করে ছিল।
বিধবা ত্বরাতে আশা মনেতে করিল ॥

নবাব। স্বগতঃ খ্যালোয়াড় লোক প্রকাশ শাশুড়ী রাগ কর্‌বে কেন
অধিক তো দেরী হয় না।
তোমার মনের দুঃখ শুনিয়া অপার।
হৃদয় বিদীর্ণ প্রাণ হতেছে আমার ॥
যা বলিলা বিধুমুখী কিছু মিথ্যা নয়।
অবলা বিধবা হলে বড় দুঃখ সয় ॥
অনঙ্গ প্রবল বড় বসন্ত সময়।
পোড়ায় বিধবাগণে বিরহ জ্বালায় ॥
সে জ্বালা এমন জ্বালা নহে কদাচন।
সলিলে প্রবেশ হলে নহে নিবারণ ॥
দ্বিগুণ বাড়য়ে জ্বালা চন্দ্রের কিরণে।
বজ্রাঘাত ঝন্‌ঝনা মন্দ সমীরণে ॥
কোকিলা করিয়ে গান বধয়ে কাহারে।
ভ্রমরা সশরা হয়ে প্রাণে কারে মারে ॥
হায় হায় কি কহিব কৈতে কান্না পায়।
বিধবা নারীর কেহ না ভাবে উপায় ॥
সকলে একত্র হয়ে সাধে বিষস্বাদ।
অবলা নারীর পক্ষে হয়েছে প্রমাদ ॥

যুবতী। তোমার সঙ্গে কথা বাত্রা কয়ে বড় খুসি হলুম ভাই।
। নবাব আমার অদেষ্ট ভাল বল্‌তে হবে।

নাহি জানি কোন ছলে, কিবা কোন পুণ্যবলে,
হইল যে সুখের আধার।
তুমি হেন রসবতী, সদয় যাহার প্রতি,
একাদশ বৃহস্পতি তার ॥

যুবতী। এমন ভাই আমার কেউ নাই যে দুটো মিষ্ট কথা বলে।
কি জানি পোড়া অদেষ্ট, সকলেই বলে নষ্ট,
মিষ্ট কথা কোথায় না পাই।
যে যা বলে তাই শুনি, তবু বলে কটুবাণী,
অভিমানে প্রাণে মরে যাই ॥
মনের যে আছে খেদ, করিনা তা পরিচ্ছেদ,
হৃদয় বিদীর্ণ হয় পাছে।
কাঠের হইলে কায়, ফাটিয়া উঠিত তায়,
চর্ম্ম বলি এতক্ষণ আছে ॥
সদা হু হু করে মন, দুরু দুরু ঘনে ঘন,
আহা উহু কেবল করিছে।
কোথা যাব কিবা করি, সকলে হয়েছে অরি,
কেন প্রাণ এখন রহিছে ॥
কত সব বাক্য আর, সহ্য করা হলো ভার,
মনের মানুষ যদি পাই।
সোঁপে তার হাতে প্রাণ, চলে যাই অন্য স্থান,
কুলের মুখেতে দিয়া ছাই ॥

নবাব। তবে ভাল (প্রকাশ) ভাল ঠাউরেছ।
এনব যৌবনে যদি নাহি হলো সুখ।
বৃথা ঘর দ্বার বাড়ি পরিজন মুখ ॥
তোমার যৌবন-রথে সারথি করিয়ে।
আমারে লইয়া চল দেশান্তরি হয়ে ॥
রতি নতি গতি মতি সঁপিয়া তোমায়।
থাকিব দুজনে সদা সুখের আলয় ॥
ধন মান কুল শীল সকলি তে মার।
কৃপাকরি বিধুমুখি হইও আমার ॥

রাখিব তোমারে প্রাণ হৃদয় মাঝারে।
খায়াব অমৃত সুধা প্রাণের আধারে॥
সর্ব্বক্ষণ কাছে থেকে করিব সেবন।
সুগন্ধ বায়ুর গতি না হবে বহন॥

বিধুমুখি তোমার যে রূপ লাবন্য তোমার আরাধনা কে না করবে, আমরে সঙ্গে যদি তুমি যাও, তবে কি করবো তা বলতে পারিনি।

যুবতি। তুমি ভাই নতুন মানুষ কি করে যাই, কোথায় নে যাবে মনের মিল না হলে কি হয়।

নবাব। মোনের মিলের ভাই ভাবনা কি, মনুষ্যের সঙ্গে দুটো কথা কৈলেই জানা যায় সে কেমন মানুষ, আর থাকবার ভাবন কি।

শুন শুন বিধুমুখী বলিহে তোমায়।
কৃপাকরি যদি প্রাণ ভজহ আমায়॥
তোমারে লইয়া যাব করি দেশান্তর।
থাকিব নিকটে সদা জেন একান্তর॥
যত আছে সহর এই অবনিমণ্ডলে।
সর্ব্বশ্রেষ্ট কলিকাতা বিজ্ঞজনে বলে॥
কতশত ঘর আছে তাহার ভিতর।
কিবা গঠনের মূর্ত্তি কিবা শোভাকর॥
তাহার মধ্যেতে যারে শ্রেষ্ঠ করে মানি।
রাখিব তোমারে প্রাণ মনে অনুমানি॥
হীরাদি মানিক লাল পরে সর্ব্বক্ষণ।
থাকিবে সুখেতে প্রাণ নাহি জ্বালাতন॥
নফর চাকর দাস দাসী অগণন।
থাকিবে নিকটে প্রাণ করিবে সেবন॥
যথা ইচ্ছা তথাকারে করিবে গমন।
ঘোড়া গাড়ি পাল্‌কি আদি করে আরোহণ॥
সকলে আদরে প্রাণ সর্ব্বদা রাখিবে।
ননদী শাশুড়ী কটু বাক্য না বলিবে॥

ভাতারখাকি গালটী আর কর্ণে না আসিবে।
প্রাণপ্রিয়ে যাদুমনি কেবল শুনিবে॥
কেলেহাঁড়ি ঘর ধোয়া আনন্দে ত্যজিবে।
ঝেঁটা যুটে গোবরাদি হস্তে না ছুঁইবে॥
ইহা পরিবর্ত্তে পাবে গোলাব আতর।
লাবেনডার পমেটম গন্ধ মনোহর॥
অতএব মম বাক্য শুন লো সুন্দরি।
আমারে লইয়া চল হয়ে দেশান্তরী॥

যুবতি। তা যথার্থ বটে, কিন্তু ভাই বড় ভয় হয়।

নবাব। ভয় হবার ভাই বিষয় কি, আমি বাগ না ভাল্লুক না তোমারে খেয়ে ফেল্‌বো।

যুবতি। নানা তা বল্‌চিনি, তবে কিনা ভাই আমি এ কাজ কখনে করিনি, কাযে কাযেই ভয় হয়।

নবাব। স্বগতঃ সে কথা মাথায় তুলে রাখ এক আঁচড়েই টের পেয়েছি।

প্রকাশ। মার পেট থেকেই কি সকল কাজ শেখে, এমন নয়, একবার না একবার নতুন হবেই সহসা না কল্লে কোন কর্ম্মই হয় না।

যুবতি। এখন ভাই আর কোন কথা কাজ নেই বড় দেরি হলো, না জানি কত গালী দেবে। আপনি জানেন তো ঘরকন্না কেমন তরো ঘরে সকলি আছে তাই সকলকে পারি, ননদিনী পাতায়২ বেড়ায় তাকে পারা ভার নইলে প্রাণনাথ তামম দিন ভাবছিলাম কখন রাত্রি হবে, মন তোমার কাছে আছে খালি কায়া মাত্র সেখানে ছিল বৈত নয়।

এত দিন ছিলাম ভাল ছিলনা এমন।
যে পর্য্যন্ত হইয়াছে তোমাতে মিলন॥
আহা মরি জ্বলে মরি সহিতে না পারি।
তাহে যে অবলা বালা হই কুলনারী॥
মনে ভাবি কতক্ষণে হবে সন্ধ্যাকাল।
নয়নে মেখেছি দেখো প্রেমের কজ্জল॥

সঁপিলাম তোমা প্রাণ করো হে উপায়।
চিরদিন মনোরথ পুর্ণ যেন হয়॥

নবাব। ফের ভাই কবে দেখা হবে।
শুনহ বিধুমুখি বলিহে তোমারে।
রাখিব তোমারে সদা বুকের উপরে॥
খায়াবো অমৃত সুধা যাহা ইচ্ছা হয়।
থাকিবে যতনে প্রাণ রাখিব হৃদয়॥
গাড়িতে লইয়ে যাব হায়া খায়াইতে।
সাজাইব গহনাদি আর যে হিরেতে॥

যুবতি। আজ দেখা হলেই হতে পারে, তুমি যদি ভাই সন্ধ্যার
সময়ে মুখুয্যেদের বাড়ির খিড়কির বেলগাছের তলায়
এস তবে নিশ্চয় দেখা হবে, আমি এখন আসি।
হায় হায় ওগো সখী, ফিরাইতে নারি আঁখি,
বল দেখি করি কি উপায়।
গৃহে চলে যেতে চাই, শরীরে সকতি নাই,
ঠেকেচি বিষম প্রমদায়॥ (প্রস্থান)

বাদ। কি কর্‌বে বল দেখি, কি বল্‌লে শুনলেতো।

নবাব। জালে পড়েচে, আজ রাত্রে গিয়া সব স্থির স্থার করবো।

বাদ। তা না তা না, মুখুর্য্যে মামার বাড়ি যেতে বল্‌লে আমার
বোধ হয় ও ছোট দাদার স্ত্রী।

নবাব। আরো ভাল, করনিয় ঘর, জগন্নাথ ক্ষেত্রে আছি কিবেচনা
কর না।

বাদ। তোমার না তবে সম্পর্ক আছে, ছোট্‌দা না তোমার পিশ্‌
তুতো বনকে বে করেছিলেন।

নবাব। আমরা কুলিনের ছেলে, বাপের সম্পর্কের কোন খোঁজ
খবর রাখিনা, হতে পারে, কিন্তু আমি ওকে চিনিনী।

বাদ। আমি বলি ভাই ওর সঙ্গে আলাপ মিলাপের দরকার
করে না, লোকে মন্দ বল্‌বে।

নবাব। তুমি ছেলে মানুষ, দেশকাল পাত্র বিবেচনা কল্লে কোন

কর্ম্ম করা যায়, প্রাপ্ত মাত্রেন ভক্ষতি, নাস্থিকাল বিচা-
রয়েত, আর লোকে কাকে কি না বলে।

বাদ। তবে কি যাওয়াই স্থির কল্যে।

নবাব। তার সন্দেহ আছে।
মনেতে করেছি যাহা করিব সে কায।
পোড়েছে বঁড়িশে মীন কেন কর ব্যাজ॥

দ্বিতীয় অভিনয়।

মুখুয্যেদের খিড়কির বটগাচ।

প্রবেশ নবাব, যুবতি আগত।

নবাব। সন্ধ্যাতো অনেকক্ষণ হয়েছে, এখন এলোনা যে (পদ শব্দ)
ঐ বুঝি আস্‌ছে।
আহা মরি আহা মরি কিরূপ লাবন্য।
হেরিলে যুবকগণ হয় অচৈতন্য॥
(যুবতীর প্রবেশ।)
এস এস, আমি বোধ কর্‌ছিলাম আস্‌তে বুঝি পাল্যেনা।

যুবতি। ঘরে আলো টালো জালতে হলো তাই দেরি হয়েছে।
কিবা জানি কোন গুণ করেছ আমারে।
ঘরে রৈতে এক দণ্ড কারু সাধ্য পারে॥
যে কাল অবধি প্রাণ হেরেছি ও মুখ।
হৃদয় মাঝারে কত হইতেছে সুখ॥
ইচ্ছা হয় অনিমিষ রাখি যে নয়নে।
প্রমালাপ রসক্রিড়া করি সঙ্গপনে॥

নবাব। রসবতী আমার মনে কি হচ্যে বল্‌তে পারিনি, তোমার
কথায় ভরসা করে এত কষ্ট স্বীকার করেছি কেবল ঐ চাঁদ
মুখ দেখ্‌বো বলে।

যুবতি। ঘরে বসে পীরিতি করা হয় না।

নবাব। আমিতো ভাই তাই বল্‌চি।

ঘরেতে থাকিয়া যদি করহ পীরিতি।
কিঞ্চিৎ সুখের লেশ না হবে যুবতী ॥
এ কর্ম্ম ভাই ঘরে বসে কর্‌বার না কে কোথা দেখিতে
পাবে, শেষ তোমার কলঙ্ক হবে আর আমার মারখেয়ে
প্রাণ যাবে।

যুবতী। কোথায় যাবে বল দেখি।

নবাব। কেন কলকাতায় নিয়ে যাব, সেখানে নাম টাম লিকিয়ে
তোমায় দোতলা বাড়িতে রাখ্‌বো, পরম সুখে থাকবে,
কার ভয় ডর কত্তে হবেনা।

যুবতী। তবে ভাই তাই ভাল, আমারতো ঘরে থাক্‌তে আর এক
দণ্ড মন হয় না, কবে জাওয়া যাবে বল দেখি।

নবাব। কাল রাত্রে, শুভ কর্ম্মে বিলম্ব করা উচিত হয় না, তুমি
সকাল বেলাতে সব স্থির স্থার করে রেখ রাত্রযোগে
নাইটট্রেনে চলে যাব।

যুবতী। তবে ভাই ভাল, আজ আমি আসি, মুখপোড়াদের
জন্যে ভাত রাঁদিগে।

নবাব। দেখ ভুলনা।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

নবাব-থাবুর বাঁসারাটী।

প্রবেশ নবাব আর বাদশামোহন।

বাদ। ভাই বড় ল্যানঝাটে পোড়েছো।

নবাব। ল্যানঝাট আর কি, এ কর্ম্মের দক্ষিনাই এই।

বাদ। কোথায় রাখলে বল দেখি।

নবাব। কোলকাতার সহর রাখবার ভাবনা কি, নাথের বাগানে
সৌরি বলে একটি মেয়ে মানুষ আছে তার ঘরে রেখেছি।

বাদ। নির্জ্জন স্থানতো বটে।

নবাব। নির্জ্জনের কথা বল্‌বো কি, যোমে খুঁজে পান কি না।

সে বড় নির্জ্জন স্থান, নাহি তার তুল্য স্থান,
আমি গেলে খুঁজিয়া না পাই।
পবনের নাহি গতি, চন্দ্র সূর্য্য তিমিরাতি,
কেবা পাবে কাহারে ডরাই ॥

বাদ। বেশ হয়েছে, আমি ভাবছিলেম পাছে হাত ছাড়া হয়।

নবাব। তার বিষয় আমি ভাবিনি, খরচ পত্রের বড় অনাটন,
আপনার নবাবি আছে তার খরচ আছে, সুদিগে ঢালা-
তে হবে।

বাদশা। বাড়ি থেকে এসে কোথায় কিছু পাওনি।

নবাব। কেমন হয়েছে কিছুই বুঝতে পারিনি হা টাকা যো টাকা
করে প্রাণ বেরুলো।

হায় হায় কোথা যাব, কেমনেতে টাকা পাব,
টাকা বিনে সকলি আঁধার।
টাকা এই ত্রিসংসারে, ইন্দ্রপদ দিতে পারে,
তুমি টাকা সর্ব্ব মূলাধার ॥
তুমি বিষ্ণু তুমি ব্রহ্মা, মহেশ্বর বিশ্বকর্ম্মা,
আদ্যে শক্তি জ্ঞান প্রদায়িনী।
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্য, তুমি জ্ঞান তুমি তত্ত্ব,
তুমি সর্ব্ব দুঃখ নিবারিনী ॥
তুমি ইন্দ্র তুমি কায়া, তুমি প্রাণ তুমি মায়া,
তুমি সত্ত্ব তুমি রজতম।
তুমি ধন তুমি ধ্যান, তুমি মন তুমি মান,
তুমি মন্দ অধম উত্তম ॥
যেখানে সে খানে রও, সর্ব্বত্রেতে মান্য হও,
অশুদ্ধ না পরষে তোমারে।
তুমি যারে কর দয়া, সর্ব্বলোকে করে মায়া,
মান্য পুজ্য হয় ত্রিসংসারে ॥
তোমায় পাবার তরে, যায় লোক দেশান্তরে,
কত মত করয় উপায়।

কেহ কায়শ্রম করে, কেহ বা লেখনি ধরে
মাল ভাণ্ড কাহার মাথায় ॥
কেহ গঙ্গাজলি করে, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি ধরে,
কত মত মিথ্যা কথা বলে।
কেহ করে কুবিচার, নাহি মানে সারাৎসার,
ভাবে সদা করিব কি ছলে ॥
লোক লজ্জা পরিহরি, হোটেলে প্রবেশ করি,
অখাদ্য কুখাদ্য কেহ খায়।
কেহ জ্ঞান নাশ করে, ব্রাণ্ডি পোর্ট পান করে,
মুগ্ধ হয়ে বাবুর কথায় ॥
কেহ ধর্ম্ম করে ধ্বংশ, মহাপ্রভু অবতংশ,
বলে যিশুখ্রীষ্টের কায়ায়।
ঘর বারি পরিজন, ত্যাগ করে হৃষ্ট মন,
ভুলে তব কুহক মায়ায় ॥
কত কুলবধূগণ, তোমা পেলে সর্ব্বক্ষণ,
পর পুরুষের আশা করে।
নাহি মানে বাপ মায়, কাহারো না করে ভয়,
বেশ্যা হয়ে শেষে প্রাণে মরে ॥
তুমি যার প্রতিকুল, তাহার নাহিক কুল,
গৃহ বাক্য সব দার ফাঁকা।
যদি হয় বিদ্যমান, তবু নহে পায় মান,
সকলের মূল তুমি টাকা।

বাদ। আমিয় ভাই এসে পর্য্যন্ত কিছু পাইনি, কোন ফিকির কর, যদি কিছু পাওয়া যায়।

নবাব। একটা উপায় করেছি বোধ হয়, কিছু হতে পারে।

বাদ। কি উপায়।

নবাব। রায় বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে আমার ইয়ারকি থাকাতে সেখানে গিছলুম. তাদের বড় মকদ্দমা হতেছে, আমায় বলে, তুমি আমাদের এক জন সাক্ষি হও।

বাদ। তুমি তাতে কি বল্লে।

নবাব। আমি আর বল্‌বো কি, রাজি হলুম, আজকে এখুনি গিয়ে মকদ্দমার সেরেও যেন আস্‌বো, আর কিছু টাকা নিয়ে আস্‌ব।

বাদ। আমারে ভাই নে চল্‌না, যদি কিছু পাই।

নবাব। তুমি পারবে না হে।

বাদ। পারবোনা কেন, যেনে শুনে ঠিক ঠাক হয়ে যাব।

নবাব। এ জানবার কর্ম্ম নয়, বড় পাকা লোক চাই।

বাদ। কেন ছোটো আদালতের সে মকদ্দমা তো আমারি কথায় জিত হলো।

নবাব। দুর পাগল, একি ছোট আদালত না পুলিস।

বাদ। তবে কোথায়।

নবাব। ওরে বড় আদালতে রে, বড় আদালতে আমরা পাকা লোক আমাদেরি কথা জড়িয়া যায়, কৌশুলি গুনো ডাল-কুত্তোর মতন ছিড়ে খায়, তুমি আগে ছোট আদালতে হাত পাকাও তবে সেথায় যাবে। (উঠিয়া।)

বাদ। তাই ভাল, কোথায় চল্লে।

নবাব। রায়েরদের বাড়ি।

(উভয়ের প্রস্থান।)

পঞ্চ অঙ্ক।
প্রথম অভিনয়।
চড়ক সংক্রান্তি।
নবাবচাঁদের বাঁশা বাটী প্রবেশ, নবাবচাঁদ আর
বাদ্‌শামোহন।

বাদ। ভাই কোন খবর পেলে।

নবাব। কিছু না অত খুঁজচি, কোথায় আছে জান্‌তে পাল্লেম না।
পরিশ্রম বৃথা হলো নাহিক উপায়।
এ বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয় ॥

বাদ। শৌর বেটি কিছু বল্‌ত্তে পারে না।
নবাব। আমিও যা জানি সেও তাই জানে।
বাদ। তবে একান্তই হাত ছাড়া হলো।
নবাব। হাঁ, আমি একেবারে নিরাশ হয়েছি।
বাদ। হলো ভাল, বাঁধা রাঁড়ের ঢের খরচ, আজ্‌ চড়ক দেখতে যাবে।
নবাব। যাওয়া যাবে বৈকি, তার এখন কি, রত্তুর পোড়ুক, তুমি একবার ছিরে ধোপার কাছে যাওনা, দুখানা ভাল ধুতি আর দুখানা গুলবাহারের চাদর আর দুটো চিনে কোট ভাড়া করে আন না, আমি গিয়ে জুতোগুলোন বুরুশ করে আনি।
বাদ। সে পয়সা পাবে যে।
নবাব। আমার বালিসের নিচে পয়সা আছে, নে যাওনা।

(উভয়ের উস্থান।)

দ্বিতীয় অভিনয়।

নবাবচাঁদের বাঁসাবাটী প্রবেশ।

নবাবচাঁদ বাদশামোহন আগত।

নবাব। পেয়েছ হে।
বাদ। আজ ভাই আচ্ছা জিনিষ দিয়াছে।
নবাব। বাহা—বেড়ে চাদর, কাপড়গুনো কোচাও, ব্যালা শেষ হলো।

কাপড় কুঁচাইতে দুজনে আরম্ভ।

তৃতীয় অভিনয়।

চড়কড্যাঙ্গার চড়কস্থল।

নবাব। ওহে উদিগে দেখো, যেন পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হয়েছে।
বাদ। ভাল ...... মানুষ, সঙ্গে কেহ নেই।
নবাব। না, তুমি বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে কথা বার্ত্তা কওনা।
বাদ। আমার সঙ্গে আলাপ নেই।

বাবু। কেমন ছেলে মানুষি কথা বল, রাঁড়ের সঙ্গে আর ...... বাপ মা আলাপ করে দিয়ে থাকে, তোমার পাড়া-গেঁয়েমি আর গেল না, তুস আমার সঙ্গে।

দুজনে অগ্রসার হওন।

ও বেশ্যার প্রবেশ।

বাব। চিন্তে পার ভাই, কতক্ষণ আসা হয়েছে, ভালতো আছ।
শ্যা। প্রাণে প্রাণে।
বাব। এখন কোথায় আছ।
শ্যা। যোড়াসাঁকো নবাবের বারিকে।
বাব। কে আসে যায়।
শ্যা। একটু ছুটো আছি, কেহই আসে না।
বাব। তবে আমরা গেলে স্থান পাব।
শ্যা। সে তো আমার ভাগ্য, কবে আসবেন।
বাব। আজি যাওক না কেন।
শ্যা। বেশ তো চড়ক ভাংলো সকলেই যাওয়া যাক্‌ না।

বেশ্যা চলিত বাবুরা পশ্চাৎ

বাব। হরকরা গাড়ি ইধর লিয়ানে কহো।
দ। গাড়ি না ঘরে নিগিরে যুড়ি বদ্‌লে আন্তে বল্যেন।
বাব। বটেই তো, তবে পায়ে পায়ে যাওয় যাগ বেশি দূর নয় এইত্তো।
শ্যা। আসুন না, ঐ আমার বাড়ি।

শগতঃ কোন বড় মানুষের ছেলে হবে জালে পড়েছে আর কোথায় যায়। সকলের প্রস্থান

চতুর্থ অভিনয়।

বেশ্যা মন্দির।

প্রবেশ বাদশামোহন আর নবাবচাঁদ।

বাদশা। কোথায় গেল।
নবাব। এত ব্যাস্ত হও কেন, বোধ হয় খেতে টেতে গেছে, বেটিকে

বাদ। শৌর বেটি কিছু বল্‌তে পারে না।

নবাব। আমিও যা জানি সেও তাই জানে।

বাদ। তবে একান্তই হাত ছাড়া হলো।

নবাব। হাঁ, আমি একেবারে নিরাশ হয়েছি।

বাদ। হলো ভাল, বাঁধা রাঁড়ের ঢের খরচ, আজ চড়ক দেখতে যাবে।

নবাব। যাওয়া যাবে বৈকি, তার এখন কি, রত্নার পোড়ুক, তুমি একবার ছিরে ধোপার কাছে যাওনা, দুখানা ভাল ধুতি আর দুখানা গুলবাহারের চাদর আর দুটো চিনে কো ভাড়া করে আন না, আমি গিয়ে জুতোগুলোন বুরুশ করে আনি।

বাদ। সে পয়সা পাবে যে।

নবাব। আমার বালিসের নিচে পয়সা আছে, নে যাওনা।

(উভয়ের উস্থান।)

দ্বিতীয় অভিনয়।

নবাবচাঁদের বাঁসাবাটী প্রবেশ।

নবাবচাঁদ বাদশামোহন আগত।

নবাব। পেয়েছ হে।

বাদ। আজ ভাই আচ্ছা জিনিষ দিয়াছে।

নবাব। বাহা—বেড়ে চাদর, কাপড়গুনো কোচাও, ব্যালা শে হলো।

কাপড় কুঁচাইতে দুজনে আরম্ভ।

তৃতীয় অভিনয়।

চড়কড্যাঙ্গার চড়কস্থল।

নবাব। ওহে উদিগে দেখো, যেন পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হয়েছে।

বাদ। ভদ্দ মেয়ে মানুষ, সঙ্গে কেহ নেই।

নবাব। না, তুমি বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে কথা বার্ত্তা কওনা।

বাদ। আমার সঙ্গে আলাপ নেই।

নবাব। কেমন ছেলে মানুষি কথা বল, রাঁড়ের সঙ্গে আর কার বাপ মা আলাপ করে দিয়ে থাকে, তোমার পাড়া-গেয়েমি আর গেল না, তুস আমার সঙ্গে।

দুজনে অপসারণ ও বেশ্যার প্রবেশ।

নবাব। চিন্তে পার ভাই, কতক্ষণ আসা হয়েছে, ভালতো আছ।

বেশ্যা। প্রাণে প্রাণে।

নবাব। এখন কোথায় আছ।

বেশ্যা। যোড়াসাঁকো নবাবের বারিকে।

নবাব। কে আসে যায়।

বেশ্যা। এখন ছুটো আছি, কেহই আসে না।

নবাব। তবে আমরা গেলে স্থান পাব।

বেশ্যা। সে তো আমার ভাগ্য, কবে আসবেন।

নবাব। আজি যাওক না কেন।

বেশ্যা। বেশ তো চড়ক ভাংলো সকলেই যাওয়া যাক না।

বেশ্যা চলিত বাবুরা পশ্চাৎ

নবাব। হরকরা গাড়ি ইধর লিয়ানে কহো।

বাদ। গাড়ি না ধরে নিগিরে যুড়ি বদ্‌লে আস্তে বল্যেন।

নবাব। বটেই তো, তবে পায়ে পায়ে যাওয় যাগ বেশি দূর নয় এইতো।

বেশ্যা। আসুন না, ঐ আমার বাড়ি।

শগতঃ কোন বড় মানুষের ছেলে হবে জালে পড়েছে আর কোথায় যায়। সকলের প্রস্থান

চতুর্থ অভিনয়।

বেশ্যা মন্দির।

প্রবেশ বাদশামোহন আর নবাবচাঁদ।

বাদশা। কোথায় গেল।

নবাব। এত ব্যাস্ত হও কেন, বোধ হয় খেতে টেতে গেছে, বেটিকে

নবাব। আমি রংপুরের রাজা বলাতে শিউরে উঠলো দেখেচ, বোধ হয় জালে পড়েছে, আমার মানস, তুমি [illegible] নিক থেকে চলে যাও, আমি আজ রাত এইখানে থাকি, বেটি ঘুমাইলে সকল গহনা চক্ষুদান দিয়া পলাইব।

বাদ। হায় হায় কি আশ্চর্য্য করিলে শ্রবণ।
আমার যাহাতে মন তোমার সে মন॥
আমিয় ত ই তাই ভাবছিলেম, বেটির গায়ে আচ্ছা গহনা আছে, নিতে পাল্যে খুব বাবুয়ানা চলে।

বেশ্যা প্রবেশ।

বেশ্যা। কি কথা বাত্রা হচ্ছিল মহাশয়েরা।

নবাব। ইনি বলছিলেন, যুড়ি এসে ডাঁড়িয়ে [illegible] করে আমি বাঁশায় চলে যাই।

বেশ্যা। কেন মহাশয় অনেক রাত্রিতো হয় নি, ঘরে মাগ নেই যে দেরি হলে রক্ষা করবে।

সে জন্যে না।
ইহার অধিক আর সুখ কারে বলে।
হেরিব ও চাঁদমুখ বসি কুতূহলে॥
আমার একটু দরকার আছে।

নবাব। খুলেই বল না কেন আমার মেয়ে মানুষের জন্যে মন কেমন কর্চ্চে।

বেশ্যা। তা বেশতো, এতো খসির কথা, নিজের রাঁড় থাকিতে অন্যের কাছে কেন জাবেন, জলখাবার আনতে দিছি, খেয়ে দেয়ে জাবেন। চাকরাণী জলখাবার আনয়ন।

নবাব। ইস অনেক জিনিষ আনলে যে, এস সকলে একত্রে খাই।

বেশ্যা। না না তা হবেনা, আপনারা খান, আমি এই খেয়ে এলুম।

নবাব। সে কথা শুনবো না, তুমি না খেলে আমরা খাব না।

(সকলের ভোজন।)

বাদ। এখন খাওয়া হলো আমি আসি।

বেশ্যা। একান্তই যদি জান, কাল দেখা পাব।

বাদ। আমার প্রাণ ঐ চরণের গোলাম, পায়ের দেখতে পাবে, প্রস্থান।

বেশ্যা। সে কি কথা।

নবাব। এস, ও শালার কথায় কাণ দিওনা, একটা ষাঁড় রেখে কেবল যাই যাই আর কোন কথা নেই, রাত্রি ঢের হলো, আমরা শুগে চল। উঠিয়া।

বেশ্যা। এত ব্যস্ত কেন, হবেই এখন।

উভয়ে উঠিয়া খট্টাঙ্গে শয়ন।

ও নবাবের কপট নিদ্রা, বেশ্যার নিদ্রা

নবাব উঠিয়া।

নবাব। খুব ঘুমিয়েছে, এখন কেন আপনার কায সারিনি।

কটিদেশ হইতে চাবি লইয়া সমুদয় গহনা লইয়া পলায়ন।

পঞ্চম অভিনয়।

চিৎপুর রাস্তা।

প্রবেশ নবাবচাঁদ।

নবাব। সকলেই নেয়া হয়েছে, কোন দিগ দিয়ে যাই, এক জন

(এক জন চৌকিদার দাণ্ডায়মান)

চৌকিদারকে দেখচিযে ভদ্রলোক দেখে বেটা কিছুই বলবে না, চলে যাই।

প্রবেশ চৌকীদার।

চৌকি। তোম কোন হ্যায়।

নবাব। আদমি।

চৌকি। আদমি তো হাম দেখতিই হ্যায়, তোমারি হাতমে কির হ্যায়, ইদর আও দ্রুত যাইয়া হস্ত ধরণ।

নবাব। (চপোটাঘাত প্রহর) বানচোদ আদমি পছানতা নেই, কোন চোর হ্যায়, কোন সাদ হ্যায়।

পলায়ন।

চৌকি। (উচ্চস্বরে।) চোর ভাগতা, চোর ভাগতা, পাকড়ো পাকড়ো।

দুই জন চৌকিদার সঙ্গে করিয়া প্রবেশ।

চোর ... ।

সার। পাকড়ো দৌড়ায়, নবাবচাঁদ ধৃত ও আনয়ন তোম কাহে ভাগ্‌তাথা, হাতোমে কিরাহ্যায়,

নবাব। খানেকা চিজ।

সার। দেখলাও, হস্তের গাঁটরি খুলিয়া বাঁ চোদ হুহে সব চিজ কিয়া খানেকা হ্যায়, তোম চোর হ্যায়, ... লিয়াতা হোঁ।

বন্ধন করিয়া।

নবাব। সারজন সাহেব আমায় ছেড়ে দাও, তোমায় ... শত টাকা দিব।

সার। চোপরাও শালা, প্রহার করিয়া।

পরে সেই রাত্রে ও পর দিন প্রাতে উত্তম করে তদারক ... সে মায় বামাল হাজির করিয়া দেওয়াতে, মাজিষ্ট্রেট তাহাকে সেশনে পাঠাইলেন, সেথায় বিচার হইয়া তার ... দ বৎসর মিয়াদ হইল, বাদশামোহন এই সব সমাচার প্রাপ্ত হইয়া বড় ভীত হইলেন শেষে আপনকার অভিনব বাবুয়ানা বেশ গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিয়া পুরাতন বেশ ভূষা করিয়া দেশে পলাইলেন।

সমাপ্ত।